ইস্টবেঙ্গল সমাচার

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ■ দাম ১০০ (একশো টাকা)

ভারত সেরা ইষ্টবেঙ্গল

AMRI
HOSPITALS
Selfless Service
Priceless Acknowledgements
AMRI Hospitals gets recognised for being the healthcare provider that Eastern India trusts.
Best Healthcare Brands 2022 by The Economic Times
Best Multispeciality Hospital Chain in Eastern India by Dainik Jagran Achiever Award 2022
Best Hospital for COVID Management Regional (East) by Financial Express Hospital Awards 2022
Best Hospital for Emergency & Trauma Care Regional (East) by Financial Express Hospital Awards 2022
www.amrihospitals.in
Dhakuria I Mukundapur I Salt Lake I Southern Avenue I Bhubaneswar
24X7 HELPLINE (033) 668 00 000

সূচি

সুপার কাপ জয় ইস্টবেঙ্গলের

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৪

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় : সুপার কাপ জয় ইস্টবেঙ্গলের ২

কল্যাণ মজুমদার : কোথায় ঘোড়সওয়ার ! ৩

সমাচার প্রতিবেদন : সুপারকাপ জয় স্মরণীয় মুহূর্ত ঃ কার্লেস কুয়াদ্রাত ৫

সমাচার প্রতিবেদন : স্বপ্নপূরণ ক্লেইটন সিলভার ৭

সমাচার প্রতিবেদন : সমর্থকদের খুশি করাই আমার লক্ষ্য ঃ সৌভিক ৮

সমাচার প্রতিবেদন : আমরা ঠিক ঘুরে দাঁড়াব : ফিরহাদ হাকিম ৯

সমাচার প্রতিবেদন : কুয়াদ্রাত—ক্লেইটনের প্রশংসায় প্রাক্তনরা ১০

সমাচার প্রতিবেদন : মাস্তানির ডার্বি জয় ১১

সমাচার প্রতিবেদন : কুলদাকান্ত মেমোরিয়াল শিল্ড চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল এফসি ১২

সমাচার প্রতিবেদন : জলপাইগুড়িতে ইস্টবেঙ্গলের নামে রাস্তা উদ্বোধন ১৩

সমাচার প্রতিবেদন : প্রবীর চিরকাল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের হৃদয়ে ১৪

সমাচার প্রতিবেদন : ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেটার দীপঙ্কর ১৫

ইস্টবেঙ্গল এফ সি-তে স্বাগতম নতুন তিন বিদেশি

প্যানটিচ

ভিক্টর ভাসকুয়েজ

ফেলিসিও ব্রাউন

সম্পাদকীয়

কুর্নিশ লাল-হলুদ ফুটবলারদের

ছেড়ে আসা বছরের সমস্ত খারাপকে ফেলে রেখে নতুন অনেক কিছু ভালো করার আশায় বুক বেঁধেছি আমরা।

আমরা-ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। লাল-হলুদ জনতা।

বিগত বছরের শেষের দিক থেকেই আমাদের সেই ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত স্পষ্ট। আর নতুন বছরের শুরুতেই সেটা আরও স্পষ্টতর। সুপার কাপ জয়ের জন্য কুর্নিশ জানাই ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতসহ ফুটবলারদের।

কারণ, ইস্টবেঙ্গল আর লড়াই শব্দ দুটো ঐতিহাসিকভাবে সমার্থক শতাব্দীপ্রাচীন এই সুমহান ক্লাবের ইতিহাসে। বছরের শুরুতে সুপার কাপে শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফাইনালে হট ফেবারিট ওড়িশা এফসিকে তাদের ঘরের মাঠে পিছিয়ে পড়ে ৩-২ গোলে হারিয়ে সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ফাইনালে রেফারি পক্ষপাতিত্ব না করলে আরও বড় ব্যবধানে জয় পেত পারত ইস্টবেঙ্গল। মাস্তানি দেখিয়ে সুপার কাপে এই সুপার জয় চিরদিন ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে ইস্টবেঙ্গলের নাম।

ইস্টবেঙ্গল যখনই সামান্যতমও 'আন্ডারডগ' থেকেছে, ধনুকের ছিলে ছেঁড়া তিরের মতো ছিটকে বেরিয়ে প্রতিপক্ষকে ফালাফালা করে দিয়েছে। পিছিয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গল দল ভয়ঙ্কর— ময়দানের প্রাচীন অরণ্যপ্রবাদ।

তাই তো পড়শি ক্লাবের বিরুদ্ধে মাঝে আমাদের ফলাফল একটু খারাপ হলেও তার পাল্টা জবাব ওরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছে সুদে-আসলে। যার সূচনা হয়েছিল ফেলে আসা বছরের শেষের দিকে ডুরান্ড কাপের গ্রুপ ডার্বিতে। পড়শি ক্লাবের বিপক্ষে ফের জয়ের সরণিতে ফিরেছিল সেদিন ইস্টবেঙ্গল দল। শেষমেশ আমরা ট্রফিটা না পেলেও ডুরান্ড কাপের মতোই এআইএফএফের আরও একটি প্রথম সারির সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা সুপার কাপে নতুন বছরের প্রথম সাক্ষাতেই পড়শি ক্লাবকে আমরা তিন-তিন গোলে মেরেছি। নতুন বছরের প্রথম ডার্বি ড্যাং-ড্যাং ফলাফলে জেতার ভিতরেই নিঃসন্দেহে রয়েছে আমাদের ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আবার সেই সোনার সময়ের প্রত্যাবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। শেষ চারটি ডার্বির লড়াইয়ে পড়শি ক্লাবের বিরুদ্ধে আমরাই এগিয়ে ২-১এ। জয়-হার-জয়,ড্র। এছাড়াও শেষ কলকাতা লিগের ডার্বিতে পড়শি ক্লাব আমাদের বিরুদ্ধে মাঠেই আসেনি। ফলে জয়ী হিসেবে সেই ডার্বির পুরো পয়েন্ট পেয়েছি আমরাই। আরও আছে। অনূর্ধ্ব-১৯ আই লিগে ছোটদের বড় ম্যাচেও পড়শি ক্লাবকে আমরা হারিয়েছি ৪-০ গোলে। ফিরতি ম্যাচ আমরা জিততে না পারলেও হারিনি। ড্র হয়েছে। এ আই এফ এফ অনূর্ধ্ব ১৩ লিগেও পড়সি ক্লাবের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল জয় পেয়েছে ২-০ গোলে।

তাই তো আমরা আশায় বুক বেঁধেছি নতুন বছর জুড়েই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তার পুরনো স্বর্ণযুগ আবার ফিরে পাবে। পাবেই পাবে।

সবাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা নেবেন। হ্যাপি নিউ ইয়ার! জয় ইস্টবেঙ্গল। জয় লাল-হলুদ!

ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দাম বৃদ্ধি

বর্তমানে আর্ট পেপারের দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি হওয়ার জন্য ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দাম বৃদ্ধি করতে বাধ্য হলাম। তাই ১০ টাকার পরিবর্তে জুন মাস থেকে ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দাম ৫০ টাকা করা হয়েছে।

সুপার কাপ জয় ইস্টবেঙ্গলের

কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে ইস্টবেঙ্গল এফ সি।

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন ক্রীড়া সাংবাদিক,
আনন্দবাজার পত্রিকা

ইস্টবেঙ্গল সব প্রতিবন্ধকতা ঝেড়ে ফেলে ঘুরে দাঁড়াবে, সে তো জানাই ছিল। তবু এতটা মাস্তানি দেখিয়ে। যেটা অগণিত লাল-হলুদ সমর্থকদের জন্য বাড়তি প্রেরণা।

ইস্টবেঙ্গল আর লড়াই, মশাল আর প্রত্যাঘাত, লাল-হলুদ জার্সি আর ঘুরে দাঁড়ানো— প্রতিটা শব্দগুচ্ছ ঐতিহাসিক ভাবে সমার্থক। ময়দানের প্রাচীন অরণ্যপ্রবাদ। পিছিয়েপড়া ইস্টবেঙ্গল সবসময় আরও বেশি ভয়ঙ্কর। সর্বভারতীয় ক্লাব ফুটবলে সেটা '৭০-এ আইএফএ শিল্ড ফাইনালে পাজ ক্লাব থেকে শুরু করে '৭৩ শিল্ড ফাইনালে পিয়ং ইয়ং, '৭৫-এ পাঁচ গোল খাওয়া মোহনবাগান, '৯৭-এ ডায়মন্ড ডার্বিতে হিরের দর্পচূর্ণ, ২০০৩-এ আসিয়ান কাপ ফাইনালে বেক তেরো সাসানা— কোন না প্রতিপক্ষ দলটা হাড়েমজ্জায় টের পেয়েছে?

১০৪ বছরে ক্লাবের সেই আলোকদ্যুতি তালিকায় নবতম সংযোজন ২০২৪ সুপার লিগ ফাইনালের প্রতিপক্ষ ওড়িশা এফসি। যুগ যুগ ধরে যখনই ইস্টবেঙ্গল আন্ডারডগ, প্রত্যেক ক্ষেত্রে মাঠে মশালের অগুনে ছারখার হয়েছে তথাকথিত ফেভারিট প্রতিদ্বন্দ্বীরা। ২৮ জানুয়ারি ২০২৪-এর কলিঙ্গ যুদ্ধে নিজেদের ঘরের মাঠেও সেই একই করুণ দশা ঘটেছে ওড়িশা এফসি-র, ইস্টবেঙ্গল দৃপ্ততায়।

এক যুগের অপেক্ষার মধুর অবসান। ১২ বছরের ট্রফি-খরা থেকে শান্তির মুক্তি। সবুরে মেওয়া ফলে আর ওস্তাদের মার শেষ রাতে— দুটো 'বেদবাক্য' আরেকবার নতুন করে অনুভব করলেন দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। লাল-হলুদ জনতা। তাই তো ইস্টবেঙ্গলের কাতালান কোচ কুয়াদ্রাত বলেছেন, তাঁর লাল-হলুদ দলের সুপার কাপ জয় এই ক্লাবের অগণিত সমর্থকদের দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষার উপহার। বারো বছর কম কথা নয়। না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, রাতভর বাসে, ভ্যানে, লরিতে চেপে ভুবনেশ্বরে ফাইনাল দেখতে আসা ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের তাই সুপারকাপটা প্রাপ্য। এটা লাল-হলুদ জনতার জয়-ট্রফি।

কুয়াদ্রাত কি জাদু জানেন? আসলে তিনি রেজাল্ট আর ধারাবাহিকতায় বিশ্বাসী। একইসঙ্গে আধুনিক আবেগহীন। ইস্টবেঙ্গল মানেই আজও অনেকে ধরে নেন কাঁটাতার ডিঙোনো, বিদ্রোহ, সংগ্রাম এবং দারিদ্র্যকে হারিয়ে প্রতিষ্ঠালাভের ছবি। দেশভাগের পৌনে শতাব্দী পরের নতুন প্রজন্ম অতসব জানে না, তারা বোঝে মাঠে নেমে কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব চুকিয়ে দেওয়া। কুয়াদ্রাত লাল-হলুদ সমর্থকদের কাছে সেরকমই এক স্বপ্নের সওদাগর— হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা। তাঁর অভিধানে জেদ আর ইচ্ছেশক্তি-র মান হাজার ওয়াট পাওয়ারের গনগনে আলো। ক্লেটন, নন্দকুমার, থেকে শুরু করে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়— সবার মধ্যে তিনি এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছেন, জেদ না থাকলে ইচ্ছেশক্তি আসবে না। ধারাবাহিক ভালো খেলার জেদ, জয়ের খিদে থাকতেই হবে। নইলে খেলোয়াড়দের কাছে দিনটা ১০টা-৫টা জোলো অফিস ডিউটি'র মতো হয়ে যাবে। কুয়াদ্রাত তাঁর অন্তত ১৭-১৮ জন ফুটবলারকে প্রথম দলে খেলার মতো কন্ডিশনে তৈরি রেখেছেন। ইস্টবেঙ্গল সাজঘরে তাই কে আছে আর কে নেই, খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট নয় এখন।

ইস্টবেঙ্গলের শুধু ১২ বছরের সর্বভারতীয় ট্রফি-খরার অবসানই ঘটল বার্সেলোনা যুব দলের একসময়ের কোচের হাত ধরে, তাই-ই নয়। একটা সময় গালাতাসারে-তে ডাচ কিংবদন্তি ফ্রাঙ্ক রাইকোর্ডের সহকারী কোচ থাকা কুয়াদ্রাতের মগজাস্ত্রে আইএসএল এবং সুপার কাপ মিলিয়ে শেষ টানা ১০ ম্যাচ অপরাজিত ইস্টবেঙ্গল এর ভিতর ডার্বি জিতেছে ড্যাং ড্যাং করে অনেক বছর পর মোহনবাগানকে তিন-তিনটে গোল মেরেও।

তাই ইস্টবেঙ্গলের সুপারকাপ জয় ক্লাবকর্তা থেকে শুরু করে অগণিত সমর্থকদের কাছে কেবল নিছক আরও একটা খেতাব নয়, তার চেয়েও অনেক বড় কিছু। সুপারকাপ জয় মানে লাল-হলুদ পৃথিবীতে একটা বিশ্বাস ফেরানো। সেই মানুষগুলোর মুখে হাসি ফোটানো, যাঁরা প্রিয় ইস্টবেঙ্গল দলের খেলা থাকলেও যুবভারতীতে যেতে চাইতেন না। ভয় পেতেন যদি খারাপ কিছু দেখতে হয়! কুয়াদ্রাত সেই সমর্থকদের আবারও মাঠে ফিরিয়েছেন, দলের প্র্যাকটিস দেখার অভ্যাস তৈরি করেছেন। তিনি শুধু লাল-হলুদের কোচই নন, ইস্টবেঙ্গলে সত্যিকারের বিশ্বাস ফেরানোর জাদুকরও।

কী আশ্চর্য আর কাকতালিয়ও বটে, ওড়িশা এফসি কোচ লোবেরা-কে এ মরশুমে কোচ হিসেবে পেতে চেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। লোবেরা রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে শেষ মুহূর্তে তিনি ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিতে অসম্মত হন। শেষ মুহূর্তে কোচের প্রস্তাব যায় কুয়াদ্রাতের কাছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাস জেনেই কুয়াদ্রাত সাম্প্রতিককালের এক অসফল ক্লাবের দায়িত্ব নেওয়ার চ্যালেঞ্জটা নেন। তিনি তখন একটা কথা বলেছিলেন যা সব ইস্টবেঙ্গলপ্রেমী মানুষের মনে গাঁথা হয়ে আছে মরসুমের গোড়া থেকেই। বলেছিলেন, তিনি নিজে বার্সেলোনার নাগরিক, অর্থাৎ ক্যাটালান। ক্যাটালোনিয়াদের জ্বালা, যন্ত্রণা জানেন। রিফিউজি হওয়ার যন্ত্রণা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতে পারেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাসও তাই। ছিন্নমূল বাঙালির সব হারানোর যন্ত্রণার মাঝে জ্বলন্ত দুটো চোখ আর ইস্পাত কঠিন চোয়ালের পাল্টা লড়াইয়ের প্রতীক।

লোবেরা ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নেননি, তাতে ক্ষতি হয়নি। বরং লাভই হল। ইস্টবেঙ্গল দল কুয়াদ্রাতের মতো একজন 'রিফিউজি'কে পেয়েছে। ওপার 'বাংলা' আর ক্যাটালোনিয়া হয়ে গিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল আর বার্সেলোনা যেন এক! সুপার কাপ ফাইনালে লোবেরাকে একটা জবাব দেওয়ারই ছিল। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কারও ঋণ ফেলে রাখে না। মাঠেই শোধ করে দেয়। সাদিকু-পেত্রাতোসের ঋণ। রয় কৃষ্ণার ঋণ। সার্জিও লোবেরার ঋণ। এরই নাম ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

ইস্টবেঙ্গলে চা-চক্র

৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪। সুপার কাপ জয় উপলক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মিডিয়া সেন্টারে ক্রীড়া সাংবাদিকদের জন্য এক চা-চক্রের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। হাজির হয়েছিলেন কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিকরা।

কোথায় ঘোড়সওয়ার !

কল্যাণ মজুমদার, সচিব, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব

কলিঙ্গ কাপ ফাইনালের আগে থেকেই ক্রমাগত সব মিডিয়া থেকে 'বাঙাল'দের মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছিলো যে এক যুগ পেরিয়ে লাল হলুদ বাহিনী একটা ট্রফি জিততে নামবে। ইস্টবেঙ্গলের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে বহু ফাইনাল দেখার স্মৃতি খুঁড়ে স্মরণে আনার চেষ্টা করছিলাম। তবে বয়েসের জগদ্দল চাপে অনেক স্মৃতিই মলিন হয়ে গেছে। একটা ধারণা নিজের মধ্যেই তৈরী হয়েছিল যে, অন্তর্গত আবেগের ফল্গু ক্ষীয়মান হতে হতে একেবারেই শূন্যতোয়া হয়ে গেছে। তবু নাছোড় অদম্য উৎকণ্ঠায় টিভির সামনে বসে সময়ের ধারাপাত পরিক্রমা করতে করতে উচ্ছল মনে এলো, এখনো কিছুই শুকোয়নি। একলা ঘরে বসে চিৎকার করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু বুকের পাড়ভাঙ্গা ঢেউগুলো উর্দ্ধমুখী হতে অনুভব করার মধ্যে ইতিহাসের মুচকি হাসির ভ্রুকুটি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি। কেবল মনে হচ্ছিলো একটা নির্বাসিত কোনো জনবিরল দ্বীপে বন্দি থেকেও বুকের মধ্যে দামামা ধ্বনি কোনো অকুলান নেই।

জন সমুদ্রে নেমেছে জোয়ার।

আমার এতো বছরের ফুটবল দর্শনের তথা অভিজ্ঞতার একমাত্র পরম বিস্ময়ের অভাবনীয় সুনিপুন আঘাতে বাকহীন হয়েছিলাম আর মনে হয়েছিল আমার অতি বৃদ্ধ হৃদপিণ্ডটা তার ছন্দসুর ভুলে গেছে কিংবা স্বতঃই ধর্মঘটের মৃত সৈনিকের ভূমিকা নিয়েছে। অতিরিক্ত সময়ের খেলা শুরুর সময় মনে হয়েছিল রাতের গভীরতার সঙ্গে সমন্বয় রেখে বাতাস ও ভীষণই ভারী হয়ে উঠেছে। প্রবীণ দীর্ণ পাঁজরে হাঁপের শব্দ। ভীরু মনে সময়ের সিঁড়ি ভাঙা থামিয়ে দিয়ে আমাদের অধিনায়ক কোনো ব্রাজিলীয় কিংবদন্তির অভয়বানীতে সারা মাঠ ও মিডিয়া সাম্রাজ্য জুড়ে তুমুল জাজ সংগীতে মুখর হয়ে উঠলো। তারপরে ভুবনেশ্বরের স্টেডিয়ামে, আকাশবাণীতে আদিগন্ত মানব উল্লাসের অন্তহীন তালে ছন্দে মধ্যরাতের আকাশ ও লাল হলুদের গরিমায় যেন বেরোলিস'এর রূপ নিলো। মনে মনে বলতেই হলো, "এ লগন আসেনিতো আগে"।

উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গ-বিভা আত্মসাৎ করে কীভাবে নতুন প্রভাতের আঙিনায় পদপাত ঘটেছিল, সেতো অন্য কালের কল্পবাহিনী যেন। বয়স্ক শরীরের অনুশাসন উপেক্ষা করে শুধু অনুভব করলাম, পৃথিবী আলোয় আলোয় দীপ্ত। মনে গুনগুন করতে লাগলো— "এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়"। অভিশাপের বারো বছরের অবসান, আর নতুন যুগের আহ্বান। "খুলে দাও দ্বার, নীলাকাশ করো, অবারিত কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ, কক্ষে মোর করুক প্রবেশ"।

নতুন শিঙা বাজিয়ে প্রভাত এলো, দিক দিগন্ত আলোর ভুবনে রূপান্তরিত। সারা শহর জুড়ে, প্রতি সচেতন হৃদয়ে টানটান উৎসব উত্তেজনা— ঐ আসে— ঐ আসে। দমদমের অতিপরিচিত আকাশ ফুঁড়ে নামলো বহু প্রতীক্ষিত বিমান। জনগর্জনে গগনতলে হাজারো কণ্ঠে অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাস— 'জয় ইস্টবেঙ্গল'। বিমানবন্দরের বাইরে রাজপথ আক্ষরিক অর্থেই বদলে গেলো জনপথে বা বলা উচিত অন্তহীন জনস্রোতের আলোড়িত উৎসবে–সঙ্গে নতুন প্রতীক্ষা কখন শেষ হবে এই সফর।

প্রসঙ্গত পরদিন ৩০ জানুয়ারি গান্ধীজির মৃত্যুদিন শহিদ দিবস হিসেবে সারা দেশে পালিত হয়। লাল-হলুদ জনতার আবেগ বিহ্বল হৃদয় দিনটা একদিন এগিয়ে এনে মহানগরির পথে পথে মনে মনে শপথ নিতে থাকে এদিনটাকেই "শহিদ দিবস বলে অ্যাখায়িত করার। এমন দুর্ভাগ্য দুর্যোগ আর যেন না আসে ক্লাবের অলক্ষ্য রীয় পরম্পরায়।

বারবারই মনে পড়ছিলো ২০০৩ সালের আশিয়ান কাপ জয়ের কথা— জাকার্তা থেকে নিয়ে আসা এল. জি. কাপ। সেবার বিমানবন্দর থেকে শহরে পৌঁছতে রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছিলো— আর মানুষের প্লাবন খবরের কাগজে বহুল ব্যবহৃত 'জনজোয়ার' শব্দবন্ধকে নিরীহ মনে হচ্ছিলো। এদিন বন্যার মতো মানুষের উন্মাদনা দেখতে দেখতে মনে পড়লো কবি বিষ্ণু দে'র অতি বিখ্যাত কিছু পঙক্তি— "জন সমুদ্রে নেমেছে জোয়ার, হৃদয় আমার চড়া"।

কে বা কারা যেন সমবেতভাবে গলা চড়িয়ে বলতে লাগল— "চোরাবালি আর দূর দিগন্তে ডাকি— কোথায় ঘোড়সওয়ার"। সারা ইস্টবেঙ্গল মাঠে রণিত হতে থাকলো নতুন গানের মতো অত্যাশ্চর্য সুরলহরী— "কোথায় ঘোড়সওয়ার"।

যুগান্ত পেরিয়ে ঘোড়সওয়ার আবির্ভূত হয়েছে। এখন শুধু অশ্বক্ষুরের ধুলো উড়িয়ে নতুন নতুন দিগন্তসীমা অধিকার করার প্রজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে মশালের আলোর জ্যোতি আরও দুর্বার ও দুর্জয় করে তোলা।

জয় ইস্টবেঙ্গল !

AUSTIN®
PLYWOOD
810033 6666
www.austinplywood.com

With Best Compliments from—

DHANDHANIA BROTHERS PRIVATE LIMITED
4, MIDDLETON STREET
KOLKATA-700 071
Ph. No. 033-2287-1613

E-mail : dhandhanla.sushil@gmail.com
GSTN : 19AAACD8857B1ZL

সুপারকাপ জয় স্মরণীয় মুহূর্ত ঃ কার্লেস কুয়াদ্রাত

সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে নানা মুডে ইস্টবেঙ্গল এফসি কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাদ।

সমাচার প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল জনতার নয়ণের মণি এখন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। তাঁর হাত ধরেই ১২ বছর পর ইস্টবেঙ্গলে শাপমুক্তি। ২৮ জানুয়ারি রবিবার ডাগ আউটের যুদ্ধেও স্বদেশি লোবেরাকে হারিয়ে দিলেন তিনি। সুপারকাপ জয়ের পর একান্ত সাক্ষাৎকারে নিজেকে উজাড় করে দিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত।

প্রশ্ন ঃ সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। যার পেছনে আপনার ভূমিকা অন্যতম। এই চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা কিভাবে দেখছেন?

কুয়াদ্রাত ঃ ইস্টবেঙ্গলের কোচ হয়ে দায়িত্ব পাওয়াটা আমার কাছে ছিল একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। ডুরান্ড কাপে ফাইনালে লড়াই করেও মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নামমাত্র গোলে হেরে রানার্স খেতাব অর্জন করেছিলাম। সেই দিন সমর্থকদের দেখে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। সেই দিন থেকে একটা লক্ষ্য ছিল দলকে চ্যাম্পিয়ন করে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটানো। সুপারকাপ জয় করে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে সত্যি ভালো লাগছে। ঝড়-জল-রোদ উপেক্ষা করে সমর্থকরা মাঠে আসেন প্রিয় দলের চ্যাম্পিয়ন হওয়া দেখতে। সুপার কাপে লক্ষ্যপূরণ হওয়ার জন্য স্বভাবতই খুশি আমি।

প্রশ্ন ঃ সুপার কাপের ডার্বি ম্যাচের পর ফাইনালেও পিছিয়ে পড়ে জয়। কোন জাদুকাঠিতে দুটি বড় ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও জয় এলো?

কুয়াদ্রাত ঃ ম্যাচের বিরতিতে ফুটবলারদের বুঝিয়েছিলাম এবার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঝড় তুলতে হবে। ফুটবলাররা সেই কাজটাই করেছে। দলগতভাবে লড়াই করার মানসিকতা ফুটবলাররা দেখাতে পেরেছে বলেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কাজটা অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন ঃ কোচিং জীবনে এটাই কি সেরা সাফল্য?

কুয়াদ্রাত ঃ কোচিং জীবনে বেশ কয়েকটা ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হলেও সুপারকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা একটা আলাদা অনুভূতি আমার কাছে। দীর্ঘ ১২ বছর ইস্টবেঙ্গল কোন সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবে লাল-হলুদ সমর্থকরা হতাশ হয়ে পড়েছিল। তাঁদের ফের চাঙা করাটাই ছিল আমার প্রথম লক্ষ্য। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সমর্থকদের আবেগ দেখে অভিভূত। দমদম বিমানবন্দর থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব, দীর্ঘ এই পথে সমর্থকদের আবেগ দেখাটা কখনও ভুলতে পারবো না। সব চেয়ে বড় কথা আমরাও চ্যাম্পিয়ন হতে পারি, এই বিশ্বাসটা সমর্থকদের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি বলে ভালো লাগছে।

প্রশ্ন ঃ ডুরান্ড কাপে রানার্স, সুপারকাপে চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। এই সাফল্যের পেছনে রহস্য কি?

কুয়াদ্রাত ঃ এককথায় বলতে পারি, দলগত সংহতি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য শুধু আমার একা কৃতিত্ব নয়। কৃতিত্ব রয়েছে ফুটবলার, কোচিং স্টাফ, ম্যানেজমেন্ট এবং অবশ্যই সমর্থকরা। একটা পরিবার হিসেবে আমরা সবাই লড়াই করতে পেরেছি বলেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। জয়ের পিছনে বিনিয়োগকারীদের অবদানও কম নয়। আর রয়েছেন সবার প্রিয় দেবব্রত সরকার। তিনি যেভাবে উৎসাহ দিয়েছেন তা কখনও ভোলার নয়। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করলে যে চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায় তা সুপারকাপে দেখিয়েছে 'টিম ইস্টকেবঙ্গল'।

প্রশ্ন ঃ আপনার কোচিং-এ বেশ কয়েকজন জুনিয়র ফুটবলার নজর কেড়েছে। ওদের সম্পর্কে কি বলবেন?

কুয়াদ্রাত ঃ ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নিয়ে আমার লক্ষ্য ছিল কিছু জুনিয়র ফুটবলার তুলে আনার। যার জন্য আমি প্রতিনিয়ত কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ দেখতে মাঠে হাজির হতাম। সেখানেই আমার নজরে পড়ে সায়ন ব্যানার্জি, বিষ্ণুর মতো ফুটবলারদের। সায়ন এবং বিষ্ণু যথেষ্ট প্রতিভাবান ফুটবলার। ওদের নিয়ে ভালো কিছু করার স্বপ্ন দেখাই যায়। তাই সমর্থকদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ জুনিয়র ফুটবলারদের ওপর ভরসা রাখুন। সাফল্য পেতে হলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দরকার। একটা কথা বলতে দ্বিধা নেই ইস্টবেঙ্গল সঠিক পথেই এগোচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ সুপারকাপ জয়ের পর এবার আপনার লক্ষ্য কি?

কুয়াদ্রাত ঃ অবশ্যই আইএসএল টুর্নামেন্ট। আপাতত আইএসএল-এ আমরা লিগ টেবিলে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছি। তাই এবার ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই আমাদের। আশা করি, সুপার কাপের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলেই আইএসএল-এর সুপার সিক্সে খেলা নিশ্চিত করতে পারবো। ফুটবলারদের পারফরমেন্সে আমি সেই স্বপ্নই দেখছি। শুধু সমর্থকদের কাছে অনুরোধ ভরসা রাখুন, ইস্টবেঙ্গল আইএসএল-এ ঠিক ঘুরে দাঁড়াবে।

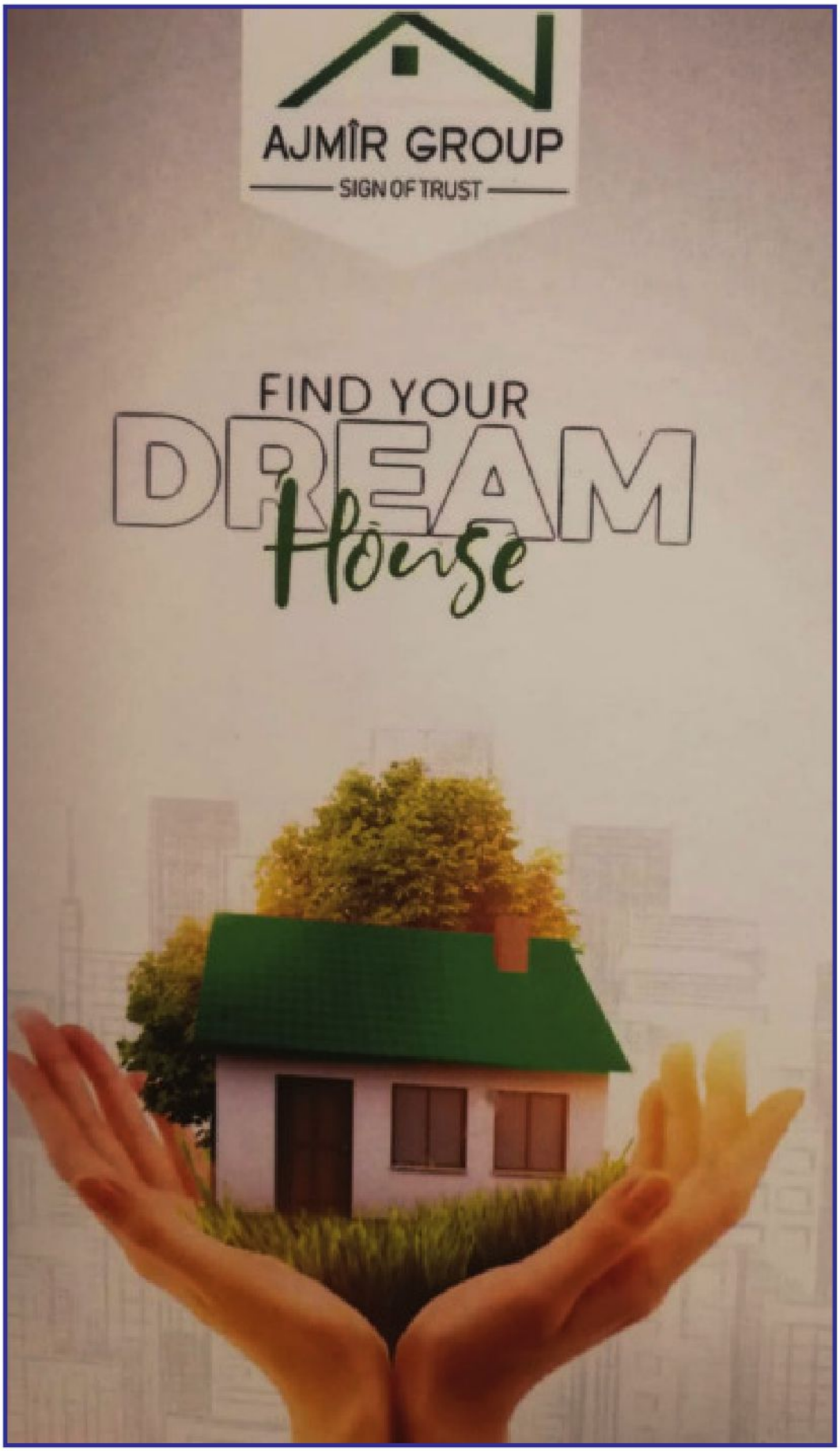
AJMÎR GROUP
SIGN OF TRUST
FIND YOUR
DREAM
House

স্বপ্নপূরণ ক্লেইটন সিলভার

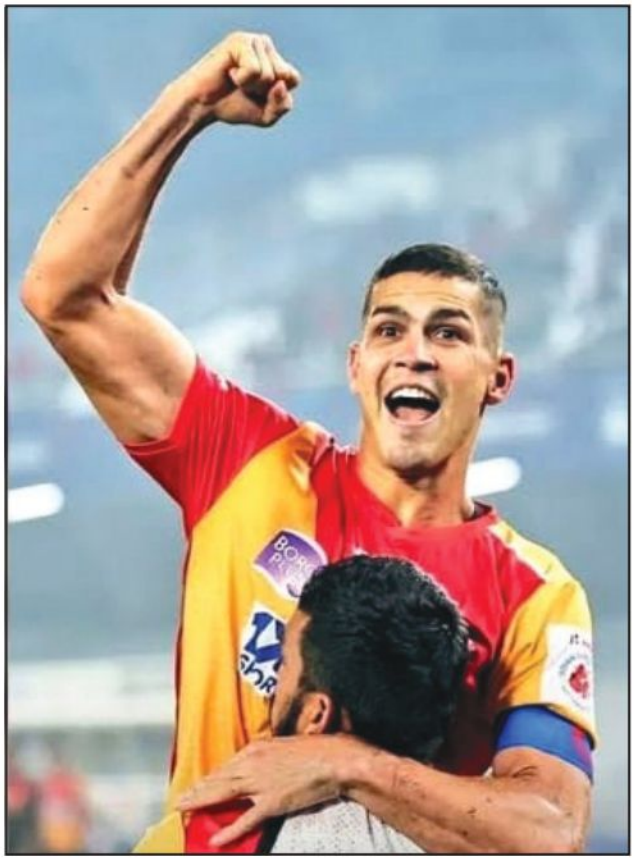

ফাইনালের জোড়া গোলের নায়ক ক্লেইনটন সিলভার উচ্ছ্বাস।

গোলের পর সমর্থকদের অভিনন্দন ক্লেইটন সিলভার।

সমাচার প্রতিবেদন : ক্লেইটন সিলভার স্বপ্ন ছিল লাল-হলুদ জার্সি গায়ে ডার্বি ম্যাচে একটা গোল করার। গত মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে ১২টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পেলেও ডার্বি ম্যাচে গোল ছিল না ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ক্লেইটনের। নতুন মরশুমের প্রথম দুটি ডার্বি ম্যাচে গোল নেই তাঁর। অবশেষে ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামের সুপার কাপের গ্রুপ লিগের ডার্বি ম্যাচে গোল করে স্বপ্নপূরণ লাল-হলুদ অধিনায়কের। ডার্বিতে একটা গোল করা ছিল স্বপ্ন। সেখানে একের বদলে করলেন দু-দুটো গোল। স্বাভাবিকভাবেই ভাবা গিয়েছিল স্বপ্নপূরণ হতেই বুঝি আবেগে ভেসে যাবেন তিনি। কিন্তু কোথায় কী! দ্বিতীয় গোলের পরে লাফিয়ে বিল বোর্ড পেরিয়ে ছুটে চলে গিয়েছিলেন গ্যালারিতে সমর্থকদের কাছে। ব্যস ওইটুকুই। তারপর আর বড় ম্যাচের জয়ের আবেগকে প্রাধান্য দেননি লাল-হলুদ অধিনায়ক। জোড়া গোল করা ডার্বির নায়ক শুধু বললেন, আমার কেরিয়ারে দুটো গোল সংখ্যা বাড়ল এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য আমরা সবাই পরিশ্রম করেছি। আমরা সবাই মিলে চাইছিলাম জয়ে ফিরতে। সত্যি সুপার কাপের ডার্বি ম্যাচে জয়টা আমার কাছে একটা দারুণ মুহূর্ত। কারণ সমর্থকরা খুশি হয়েছে, আনন্দ করছে। লাল-হলুদ সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটানোই আমার লক্ষ্য। ডার্বি ম্যাচে জয়ের পর ক্লেইটনকে নিয়ে সমর্থকরা কাঁধে তুলে নাচানাচি করেন, তাতে বেশ খুশি তিনি। ক্লেইটন বলেন, একজন ফুটবলার এই মুহূর্তটাই সব চেয়ে বেশি পছন্দ করেন। আমি সত্যিই ভাগ্যবান যে ইস্টবেঙ্গলে খেলার সুযোগ পেয়েছি। এক সময় বেকতারা সাসনার হয়ে ২৪টি গোল করে থাই লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেয়েছিলে ক্লেইটন। এবারও সুপার কাপের ডার্বির ম্যাচে দুটি গোল করার পাশাপাশি টুর্নামেন্ট করেছেন ৫টি গোল। সুপার কাপে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পাওয়ার পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের হৃদয়ে সোনার সিংহাসনটা এখনই পেয়ে গিয়েছেন ব্রাজিলিয়ন তারকা ফুটবলারটি।

ডার্বি ম্যাচের নায়ক ক্লেইটন সিলভাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার।

সমর্থকদের খুশি করাই আমার লক্ষ্য ঃ সৌভিক

ট্রফি হাতে কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাদের সঙ্গে সৌভিক চক্রবর্তী

সুপার কাপ জয়ে অন্যতম কাণ্ডারী সৌভিক চক্রবর্তী

সমাচার প্রতিবেদন ঃ ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে বহুদিন পর এক বঙ্গসন্তানের দাপট। মাঝমাঠে ফুটবলার সৌভিক চক্রবর্তীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। আইএসএল-র পর সুপার কাপেও দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন এই বাঙালির মিডফিল্ডারটি। গ্রুপ লিগের ম্যাচে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে অসাধারণ পারফরমেন্স করার পর ফাইনালেও ওড়িশা এফসি'র বিরুদ্ধে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন সৌভিক। আইএসএল এবং সুপার কাপ মিলিয়ে টানা ১০টি ম্যাচে অপরাজিত ইস্টবেঙ্গল। এর রহস্যটা কি? এর উত্তরে বাঙালি মিডফিল্ডারটি বলেন, ''সাফল্য চটজলদি আসে না। এর জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা। ইস্টবেঙ্গলকে রাতারাতি পাল্টে দিয়েছেন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। তাঁর ভাবনা, সিস্টেম দলকে সব সময় বাড়তি নিরাপত্তা দেয়। ফুটবলারদের লড়াই করার মানসিকতা এনে দিয়েছেন কোচ কুয়াদ্রাত। ফলে ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে। তাই ম্যাচের পর ম্যাচ জয় পেতে অসুবিধা হচ্ছে না। এর আগে বহু গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে বিভিন্ন দলের হয়ে দলকে চ্যাম্পিয়ন করার কৃতিত্ব রয়েছে সৌভিকের। তবে এবারের সুপার কাপ কেন তাঁর জন্য আলাদা? ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠে অন্যতম কাণ্ডারি বলেন, ''ইস্টবেঙ্গলে সই করার পর অনেকেই বলেছিলেন, আমার বয়েস হয়ে গিয়েছে, বড় দলে খেলা এখন উচিত নয়। আমি লাল-হলুদ জার্সি গায়ে সাফল্য পাবো না। অনেকেই আমাকে নিয়ে কিছু হবে না ধরে নিয়েছিলেন। তাই নিজেকে প্রমাণ করার তাগিদ ছিল। শেষ পর্যন্ত নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পেরে খুশি। আমার এই পারফরমেন্সের জন্য সব চেয়ে বেশি কৃতিত্ব কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের। তিনি আমাকে প্রতিটা মুহূর্তে গুরুত্ব দিয়েছেন। কঠিন ম্যাচগুলোতে বাড়তি দায়িত্ব দিয়েছেন কোচ। তিনি বিশ্বাস রেখেছেন বলেই আমি সেরা পারফরমেন্স তুলে ধরতে পেরেছি। নিজের পারফরমেন্স সম্পর্কে কতটা খুশি আপনি? বাঙালি মিডফিল্ডারটি বলেন, ''আত্মতুষ্টির কোনো জায়গা নেই। আরও ভালো খেলতে হবে। সামনে আইএসএল-এর বেশ কয়েকটি কঠিন ম্যাচ রয়েছে। লাল-হলুদ সমর্থকদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ ভরসা রাখুন আমাদের ওপর। সুপার কাপ ফাইনালে শেষ মুহূর্তে লাল কার্ড দেখা প্রসঙ্গে সৌভিক বলেন, ''শেষ মুহূর্তে যখন আমি লাল কার্ড দেখি তখন খেলার ফলাফল ছিল ২-২। সেই সময় খারাপ কিছু ঘটে গেলে দায়ী থাকতাম আমি। শেষ পর্যন্ত জয় পাওয়ায় খুশি মনে মাঠ ছাড়তে পেরেছি। সুপার কাপের ফাইনাল ম্যাচের পর শহরে ফেরার পর সৌভিককে নিয়ে উন্মাদনায় মাতোয়ারা লাল-হলুদ সমর্থকরা। সমর্থকদের ভালোবাসায় অভিভূত বরানগরের বাঙালি মিড ফিল্ডারটি। সৌভিক বলেন, ''এই মুহূর্ত গুলোর জন্যই তো আমাদের ফুটবল খেলা। সমর্থকদের ভালোবাসাই আমাকে ভালো খেলতে অনুপ্রেরণা জোগায়।

২২ মার্চ, ২০২৩। প্রাক্তন সচিব দীপক (পল্টু) দাসের প্রয়াণ দিবসের মঞ্চে কলকাতার মহানাগরিক জনাব ফিরহাদ হাকিম, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সভাপতি ডাঃ প্রণব দাশগুপ্ত, প্রাক্তন ফুটবলার অতনু ভট্টাচার্য, ভাস্কর গাঙ্গুলী, অমিত ভদ্র, শ্যাম থাপা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, কর্মসমিতির সদস্য দেবব্রত সরকার।

প্রায় ৪০ বছরের ক্লাব সদস্য ইস্টবেঙ্গল অন্তপ্রাণ কলকাতার মহানাগরিক জনাব ফিরহাদ হাকিম গত ২২ মার্চ ২০২৩, প্রাক্তন সচিব (পল্টু) দাসের প্রয়াণ দিবসের মঞ্চে মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীঅরূপ বিশ্বাস, প্রাক্তন খেলোয়াড় ও ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে নিয়ে বলেছিলেন--"আপনাদের মতো আমি ছেলেবেলা থেকেই লাল-হলুদের সমর্থক।" পরবর্তীকালিন সদস্য। পৃথিবীর যেকোনও জায়গা দাঁড়িয়ে আমি গর্বের সাথে বলতে পারি 'আমি ইস্টবেঙ্গল সমর্থক'। তাই আপনাদের বলতে চাই, "আমরা ঠিক ঘুরে দাঁড়াবো। আপনারা আমাদের পাশে থাকুন, ক্লাব নিজের ক্ষমতায় নিশ্চিতভাবে ট্রফি নিয়ে আসবে। কলকাতা বিমান বন্দর থেকে হাজার হাজার সভ্য সমর্থক ট্রফি নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে ক্লাব তাঁবুতে ঢুকবেন। সেই ট্রফি ক্লাব তাঁবুতেই রাখা থাকবে, অন্য কোথাও নয়। সদস্য সমর্থকেরা ক্লাব তাঁবুতে এসে ট্রফি দেখতে পাবেন"।

আমরা মাননীয় মেয়রের দূরদৃষ্টিকে অভিনন্দন জানাই।

সুপার কাপ জয়ী ট্রফিকে চুম্বন অধিনায়ক ক্লেইটনের।

বাংলায় ভারত সেরা ট্রফি, শুভেচ্ছা জানাতে ক্লাব তাঁবুতে আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুয়াদ্রাত--ক্লেইটনের প্রশংসায় প্রাক্তনরা

ভাস্কর গাঙ্গুলী ঃ অপেক্ষার অবসান, দীর্ঘ ১২ বছর পর সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করল শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব ইস্টবেঙ্গল। যোগ্য দল হিসেবেই সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করেছে লাল-হলুদ ফুটবলাররা। ওড়িশার মাটিতে ওড়িশা এফ.সি-কে হারানোটা একেবারে মুখের কথা নয়। সেই অসাধ্যসাধন কাজটি করেছে কার্লেস কুয়াদ্রাতের ফুটবলাররা। শুধুমাত্র দলের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের লাল-হলুদ সমর্থকদের জন্য। সুপার কাপ জয়টা স্মরণীয় হয়ে রইল। এই দিনটি দেখার অপেক্ষায় ছিলাম আমরা। লড়াই করাটাই ছিল ইস্টবেঙ্গলের খেলার মূল লক্ষ্য। মাঝে সেই লড়াইটা দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু এবার সেই লড়াইটাই দেখা যাচ্ছে লাল-হলুদ ফুটবলারদের খেলায়। ডুরান্ড কাপের ফাইনালে হারলেও লড়াই দেখা গিয়েছিল ক্লেইটন, মহেশ সিং, সৌভিক চক্রবর্তীদের খেলায়। সেই লড়াইটাই সুপারকাপে দেখিয়ে সুপারকাপ চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গল। সুপারকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য আমার বিচারে এগিয়ে থাকবেন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। অল্পসময়ের মধ্যে দলকে এক সুতোয় বেঁধে লড়াই করার মানসিকতাটা তৈরি করেছিলেন তিনি। কোচের পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন খেতাবের জন্য অভিনন্দন জানাবো অধিনায়ক ক্লেইটন সিলভাকে। মাঠে এবং মাঠের বাইরে একটা দুরন্ত নেতৃত্ব দিয়েছে ক্লেইটন।

প্রশান্ত ব্যানার্জী ঃ পিছিয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গল ভয়ঙ্কর। ময়দানে প্রাচীন এই মিথ আরও একবার প্রমাণিত। সুপার কাপের ফাইনাল দেখে এই কথাটি বারবার মনে পড়ছে। গ্রুপ লিগের তিনটি ম্যাচে জয় পাওয়ার পর সেমিফাইনাল এবং ফাইনালেও অপ্রতিরোধ্য ছিল ইস্টবেঙ্গল। সুপার কাপের ডার্বিতে পিছিয়ে পড়েও জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। জার্বি জয়ের পরেও ফুটবলারদের মধ্যে কোনও আত্মতুষ্টি দেখা যায়নি। এ জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতকে। গোটা দলকে এক সুতোয় বেঁধেছেন তিনি। কোচের পাশাপাশি অভিনন্দন জানাবো অধিনায়ক ক্লেইটন সিলভাকে। মরশুমের শুরুতে সে ভাবে ফর্মে না থাকলেও পরবর্তী সময়ে ফর্মে ফিরেছে ক্লেইটন। অধিনায়ক সুলভ মনোভাব। যোগ্য নেতার মতো চাপের মুখে মাথা ঠান্ডা রেখে গোল করে দলকে জয় এনে দিয়েছে। আর এক জনের কথা না বললেই নয়, সে হল বাঙালি ফুটবলার সৌভিক চক্রবর্তী। ধারাবাহিক ভাবে ভালো খেলেছে সৌভিক। ভালো লাগছে বহু বছর পরে ইস্টবেঙ্গল সর্বভারতীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তবে এই জয় কোচ, ফুটবলারদের পাশাপাশি বড় ভূমিকা রয়েছে ক্লাবকর্তা ও অগণিত লাল-হলুদ সমর্থকদের। দলের খারাপ সময়ে সমর্থকরা যেমন ফুটবলারদের পাশে ছিল, ঠিক তেমনি ফুটবলারদের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহিত করেছেন ক্লাব কর্তারা, বিশেষ করে সর্বময় কর্তা নিতু সরকার। ও যেভাবে ফুটবলারদের পাশে রয়েছে তা কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। আশাকরি এই ধারাবাহিকতা ইস্টবেঙ্গল আইএসএল টুর্নামেন্টেও বজায় রাখবে।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ঃ সুপার কাপে সুপার জয় ইস্টবেঙ্গলের কাছে শাপমুক্তির। দীর্ঘ ১২ বছর পর সর্বভারতীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। সুপার কাপের ফাইনালে হিজাজি মাহের, মহেশ সিং, সল ক্রেসপো, ক্লেইটন সিলভাদের লড়াই দেখে আমি মুগ্ধ। লাল-হলুদ ফুটবলারদের খেলা দেখে নিজের খেলোয়াড় জীবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। এটাই তো চাপের মুখে একটা বড় দলের ফুটবলারদের শরীরীভাষা হওয়া উচিত। ওড়িশা এফসি'র বিরুদ্ধে দলীয় শক্তির বিচারে পিছিয়ে থাকলেও লড়াকু মানসিকতার জন্যই তফাত গড়ে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। গত কয়েক বছর এই মানসিকতার অভাব থাকার জন্যই সাফল্য পায়নি ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু এবার একেবারে অন্য চেহারায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আমার প্রিয় ক্লাব ইস্টবেঙ্গলকে। ডুরান্ড ফাইনালে ব্যর্থ হলেও লড়াই করেছিল লাল-হলুদ ফুটবলাররা। সেই লড়াইটা এবার দেখা গেল সুপার কাপে। সুপার কাপের শুরু থেকেই দুরন্ত পারফরমেন্স দেখিয়েছে ক্লেইটন, হিজাজি, ক্রেসপো, সৌভিক চক্রবর্তীরা। গ্রুপলিগের তিনটি ম্যাচে অনায়াসে জয় পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এর মধ্যে রয়েছে ডার্বি ম্যাচে পিছিয়ে পরে ৩-১ গোলে জয়। সেমিফাইনালে জামশেদপুর এফসি'কে হারানোর পর ফাইনালে পিছিয়ে পরেও ওড়িশা এফসি'র বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে জয় পেয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের খেলার এই পরিবর্তনে সব চেয়ে কৃতিত্ব দেব কোচ কার্লেস কুয়াদ্রতকে। তাঁর কোচিং-এ আমূল পরিবর্তন হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের খেলায়। সব চেয়ে বড় কথা প্রথম একাদশ তৈরি করার পর রিজার্ভ বেঞ্চও বেশ ভালো রকম তৈরি করেছেন কুয়াদ্রাত। কোচের পাশাপাশি সুপার কাপ জয়ের জন্য কৃতিত্ব দেবো ক্লেইটনকে। মাঠের বাইরে এবং মাঠের ভিতরে সতীর্থ ফুটবলারদের মনোবল বাড়াতে দারুণ কাজ করেছে ক্লেইটন। সুপার কাপজয়ের ফলে মানসিকভাবে অনেকটাই চাঙ্গা হয়ে উঠেছে ইস্টবেঙ্গল।

অলোক মুখার্জি ঃ সর্বভারতীয় আসরে দীর্ঘ ১২ বছরের অপেক্ষার অবসান। ব্যর্থতার গলি থেকে সাফল্যের রাজপথে ইস্টবেঙ্গল। সুপার কাপে সুপার জয় ইস্টবেঙ্গলের। ফাইনালে ওড়িশার এফসি'র মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকেও ৩-২ গোলে জয়। সুপার কাপে টানা ৫টি ম্যাচে জয় পেয়েই ভারত সেরা সম্মান অর্জন করেছে কার্লেস কুয়াদ্রাত ব্রিগেড। স্পর্ধার শতবর্ষের মশালে পুড়ে ছারখার হয়েছে মোহনবাগান ও গতবারের সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন ওড়িশা এফসি। সত্যি বলতে কি, লাল-হলুদ ফুটবলারদের এই লড়াইটা কখনও ভোলার নয়। ওদের লড়াই দেখে বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল খেলোয়াড়ি জীবনের কথা। আর এই দলটাকে অসাধারণভাবে তৈরি করেছেন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। শুধু প্রথম একাদশই নয়, রিজার্ভ বেঞ্চেও বেশ ভালোভাবে তৈরি হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। কুয়াদ্রাতের পাশাপাশি অধিনায়ক ক্লেইটন সিলভাকেও কৃতিত্ব দিতে হবে অসাধারণ টিমম্যান হিসেবে।

বিকাশ পাঁজি ঃ সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। দীর্ঘ ১২ বছরে অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টের আসরে ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এর থেকে আমার কাছে বড় আনন্দ আর কিছু নেই। সত্যি কথা বলতে কি, বহুদিন পর এবার ইস্টবেঙ্গলের খেলায় একটা লড়াই করার মানসিকতা লক্ষ্য করা গেছে। ডুরান্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন না হতে পারলেও ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে লড়াইটা ছিল দেখার মতো। সেই লড়াইটা আবার দেখা গেল সুপার কাপে। খেলোয়াড়ি জীবনে দেখেছি পিছিয়ে থাকা ইস্টবেঙ্গল কতটা ভয়ঙ্কর। সেটা আবার দেখতে পেলাম সুপার কাপে। ফাইনালে পিছিয়ে পরেও ৩-২ গোলে জয়ের জন্য কুর্নিশ জানাই কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত এবং লাল-হলুদ ফুটবলারদের। কোচ কার্লেস ফুটবলারদের মধ্যে একটা লড়াকু মনোভাব এনে দিয়েছেন। যার প্রতিফলন মাঠে দেখাচ্ছে ক্লেইটন সিলভা, হিজাজি, ক্রেসপো, সৌভিকরা।

মাস্তানির ডার্বি জয়

অরূপ পাল, ইস্টবেঙ্গল সমাচার

জয়, হার, জয়, ড্র নতুন মরশুমে বড় ম্যাচে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ইমামি ইস্টবেঙ্গল এফসি-র পারফরম্যান্স হল এটাই। অর্থাৎ চার ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল আপাতত এগিয়ে ২-১ ব্যবধানে। ১২ আগস্ট ডুরান্ড কাপের গ্রুপ লিগের ম্যাচে নন্দকুমারের গোলে পড়শি পাড়া ক্লাবের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় পেয়েছিল শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। এরপর ৩ সেপ্টেম্বর ডুরান্ড কাপ ফাইনালে লাল-হলুদ শিবির হারলেও, ক্লেইটন সিলভা, মাহেশ সিং- দের লড়াই ছিল দেখার মতো। চোট পেয়ে দলের সেরা ডিফেন্ডার জর্ডন মাঠ না ছাড়লে মরশুমের দ্বিতীয় ডার্বি ম্যাচেও জয় পেতে পারত লেসলি ক্লডিয়াস সরণিতে অবস্থিত ইস্টবেঙ্গল। ডুরান্ডে হারলেও কলিঙ্গ সুপার কাপে গ্রুপ লিগের ডার্বি ম্যাচে জয় পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ১৯ জানুয়ারি ২০২৪, মরশুমের তৃতীয় ডার্বি ম্যাচে দুই প্রধান মুখোমুখি নামে পড়শি রাজ্য ওড়িশার ভুবনেশ্বর কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে। সত্যি কথা বলতে কী তৃতীয় ডার্বি ম্যাচে অনবদ্য ইস্টবেঙ্গল। পিছিয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গল যে আহত বাঘের মতোই ভয়ঙ্কর ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে সুপার কাপের ডার্বিতে আরও একবার প্রমাণিত। ডার্বিতে মাঠে নামার আগেই পড়শি পাড়া ক্লাবের বিরুদ্ধে এগিয়ে ছিল লাল-হলুদ শিবির। শেষ চারের ওঠার জন্য ড্র করলেই চলত ইস্টবেঙ্গলের। অন্যদিকে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হলে জয় ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা ছিল না পড়শি পাড়া ক্লাবের কাছে। তবু ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনের ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাত বলেছিলেন, ড্র নয়, জিতেই সুপার কাপের সেমিফাইনালে খেলাই লক্ষ্য আমার। যেমন কথা তেমন কাজ। ডার্বিতে জিতেই শেষ চারে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করলেন কুয়াদ্রাতের ফুটবলাররা। অথচ ম্যাচের ১৯ মিনিটে গোল হজম করে পিছিয়ে পড়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু তারপরেই পড়শি পাড়া ক্লাবের বিরুদ্ধে আক্রমণে ঝড় তোলেন অধিনায়ক ক্লেইটন সিলভা, হিজাজি মাহের, সল ক্রেসপো, নন্দ কুমার, সৌভিক চক্রবর্ত্তীরা। ম্যাচের ২৪ মিনিটে গোল শোধ ইস্টবেঙ্গলের। সমতা ফেরানো গোলটি করেন অধিনায়ক ক্লেইটন লিসভা। পেনাল্টি বক্সের মাথা থেকে ডানপায়ে গোলার মতো শটে ১-১। কঠিন পরিস্থিতিতে দলের দিশা দেখালেন লাল-হলুদ অধিনায়ক। মাঝে কয়েকটি ম্যাচে জয় পেতেই পড়শিপাড়া ক্লাব কর্তাদের লম্ফঝম্ফ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিলেন বিখ্যাত গায়ক অজয় চক্রবর্তীর গানটির কথা। গানটি হল 'চিরদিন কাহারো সময় সমান নাহি যায়'।

মাস্তানির ডার্বির জয়ের পর ইস্টবেঙ্গল এফসির কোচ সহ ফুটবলারদের উচ্ছ্বাস।

ম্যাচের ৬৩ মিনিট গোল করে দলকে এগিয়ে দেন নন্দকুমার। এই নন্দকুমারের গোলেই ডুরান্ড কাপের গ্রুপ লিগের ম্যাচে জয় পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। ৮০ মিনিটে ফের ঝলসে ওঠেন লাল-হলুদ অধিনায়ক। দলের তৃতীয় নিজের দ্বিতীয় গোল করে ক্লেইটন লাল-হলুদের জয় নিশ্চিত করেন। শুধু ৩-১ গোলে জয় নয়, আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারত ইস্টবেঙ্গল। বেশ কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করার পাশাপাশি বারপোস্ট প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের সামনে। এর পাশাপাশি দায়ী ছিলেন রেফারি বেঙ্কটেশ আর। নিশ্চিত পেনাল্টি পাওয়া থেকে রেফারি বঞ্চিত করেছেন লাল-হলুদ শিবিরকে। পড়শি পাড়া ক্লাবের ডিফেন্ডার নন্দকুমারকে বক্সের মধ্যে পা টেনে ফেলে দিলেও রেফারি পেনাল্টি দিলেন না ইস্টবেঙ্গলকে। সত্যি কথা বলতে কী কার্লেস কুয়াদ্রাতের দর্শনেই ডার্বি ম্যাচে বাজিমাত ইস্টবেঙ্গলের। লাল-হলুদের হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা। হ্যাঁ, এই বিশেষণই খাটে তাঁর জন্য। ভালোবাসার কোচকে তাই লাল-হলুদ সমর্থকরা ডাকেন 'ম্যাজিশিয়ান' বলে। আর এই ম্যাজিশিয়ান কোচের হাতে পড়েই ইস্টবেঙ্গল কামব্যাক করেছে। মানসিকতার পরিবর্তনই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। ইস্টবেঙ্গলকে যে সহজে হারানো সম্ভব নয় তা আবার প্রমাণিত। ডার্বি ম্যাচে মশাল জ্বলল। যে মশাল মরসুম জুড়ে জ্বালিয়ে রাখার লক্ষ্য ক্লেইটন, নন্দ কুমার, সৌভিক চক্রবর্ত্তীদের। সুপার কাজ জয়ের পর ৩ ফেব্রুয়ারি যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আইএসএল টুর্নামেন্টে ডার্বি ম্যাচে রেফারি রাহুল গুপ্তর সৌজন্যে ইস্টবেঙ্গল জয় পেল না পড়শি পাড়া ক্লাবের বিরুদ্ধে। লাল-হলুদ জার্সি গায়ে গোল দুটি করেন অজয় ছেত্রী ও ক্লেইনটন সিলভা। পড়শি পাড়া ক্লাব দু-দু'বার পিছিয়ে পড়ে গোল শোধ করে রেফারির জন্য। সত্যি কথা বলতে কি মরশুমে চতুর্থ ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে জিততে দিলেন না রেফারি রাহুল গুপ্ত।

সিনিয়র দলের পাশাপাশি অনূর্ধ্ব ১৭ আইলিগেও মোহনবাগানের বিরুদ্ধে এবার বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল। পড়শি পাড়ার ক্লাবের মাঠে অ্যাওয়ে ম্যাচে লাল-হলুদ ব্রিগেড জয় পায় ৪-০ গোলে। ফিরতি লিগে অবশ্য দুই প্রধানের লড়াই শেষ হয় গোল শূন্য ভাবে। এমনকী এআইএফএফ অনূর্ধ্ব ১৩ লিগেও পড়শি ক্লাবের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল জয় পেয়েছে ২-০ গোলে।

৯০ বছরের ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্ট

কুলদাকান্ত মেমোরিয়াল শিল্ড চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল এফসি

সমাচার প্রতিবেদন : রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট ক্লাব আয়োজিত কুলদাকান্ত মেমোরিয়াল ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল ইমামি ইস্টবেঙ্গল এফসি। ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ শনিবার রায়গঞ্জে কুলদাকান্ত ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে ১০৪ বছরে পা দেওয়া ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সহজেই ২-০ গোলে হারাল স্থানীয় দল ওরিয়েন্ট জুয়েলার্সকে। ২১ ডিসেম্বর সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল সহজেই ৭-১ গোলে রায়গঞ্জ টাউন ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করে নেয়। সেমিফাইনালে লাল-হলুদ অধিনায়ক জেসিন টিকে একাই করেন চারটি গোল। বাকি গোল তিনটি করেন সঞ্জীব ঘোষ (২) এবং শ্যামল বেসরা। শনিবাসরীয় ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আধিপত্য ছিল ম্যাচের শুরু থেকেই। ম্যাচ শুরু হতেই গোল করেন অধিনায়ক জেসিন টিকে। কিন্তু জেসিনের গোলটি রেফারি বাতিল করে দেন অফসাইডের জন্য। তবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য খুব বেশি সময় নেয়নি কোচ বিনো জর্জের ফুটবলাররা। ১২ মিনিটের একক প্রয়াসে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন মহম্মদ রোশেল। রায়গঞ্জ ওরিয়েন্ট জুয়েলার্স দলের হয়ে খেলেন কলকাতা ময়দানের খেলা বেশ কিছু ফুটবলার। কলকাতা ময়দানের বেশ কিছু ফুটবলার ওরিয়েন্ট জুয়েলার্সের হয়ে খেললেও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জয় রুখতে পারেননি। আসলে লাল-হলুদ ফুটবলারদের আক্রমণের ঝড় সামলানোর সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না ওরিয়েন্ট জুয়েলার্স দলের ফুটবলারদের। ম্যাচ শেষ হওয়ার আট মিনিট আগে দুরন্ত হেডে গোল করে দলের চ্যাম্পিয়ন হওয়া নিশ্চিত করেন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক জেসিন টিকে। সেমিফাইনালে চারটি এবং ফাইনালে একটি গোল করে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা এবং সেরার সেরা পুরস্কারটি পান ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক জেসিন টিকে। ফাইনালে ম্যাচের সেরা পুরস্কার পান রোসাল। সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার পান ওরিয়েন্ট জুয়েলার্সের অভিজিৎ দত্ত। গোলের সহজ সুযোগ নষ্টের পাশাপাশি দুটি শট পোস্টে লেগে ফিরে না এলে বড় ব্যবধানে জিততে পারত ইস্টবেঙ্গল এফসি। রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত কুলদাকান্ত মেমোরিয়াল ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রথম বছর অংশগ্রহণ করেই চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। ৯০ বছরের ঐতিহ্যবাহী কুলদাকান্ত মেমোরিয়াল টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হয়ে খুশি লাল-হলুদ কোচ বিনো জর্জ। লাল-হলুদ কোচ বলেন, ৯০ বছরের ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টে প্রথমবার মাঠে নেমেই দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে পেরে বেশ ভালো লাগছে। ফুটবলারদের পারফরম্যান্সে আমি খুব খুশি। বিশেষ করে অধিনায়ক জেসিন টিকে, তন্ময় দাস, মহিতোষ রায় বেশ নজরকাড়া ফুটবল খেলেছে। আগামী দিনে এই পারফরম্যান্স ধরে রাখাই আমার লক্ষ্য।

কুলদাকান্ত মেমোরিয়াল শিল্ড নিয়ে চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল এফসি।

With Best Compliments from—

ORCHID CONSTRUCTION

জলপাইগুড়িতে ইস্টবেঙ্গলের নামে রাস্তা উদ্বোধন

ইস্টবেঙ্গল সরণি উদ্বোধন।

ইস্টবেঙ্গল সরণি উদ্বোধন মঞ্চে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, বিধায়ক প্রদীপ বার্মা, রহিম নবি, কার্যকরি সমিতির সদস্য দেবব্রত সরকার, অ্যালভিটো ডি' কুনহা, চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল, ইস্টবেঙ্গল সহ সচিব রূপক সাহা।

বক্তব্য রাখছেন মেয়র গৌতম দেব।

সংবর্ধিত লাল-হলুদ কর্তা দেবব্রত সরকার।

সংবর্ধিত লাল-হলুদ সহ সচিব রূপক সাহা।

সংবর্ধিত লাল-হলুদ
ফুটবল সচিব সৈকত গাঙ্গুলী।

সংবর্ধিত লাল-হলুদ কর্তা রজত গুহ।

সংবর্ধিত লাল-হলুদ কর্তা সঞ্জীব আচার্য্য।

সংবর্ধিত লাল-হলুদ কর্তা সুমন দাশগুপ্ত।

সমাচার প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ির পর এবার জলপাইগুড়িতে ইস্টবেঙ্গলের নামে রাস্তা উদ্বোধন হল। ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪। জলপাইগুড়ি পুরোসভার উদ্যোগে থানা মোড় থেকে বাবুপাড়ার প্রয়াত দাজু সেনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার নতুন নামকরণ হল ইস্টবেঙ্গল সরণি। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র মাননীয় গৌতম দেব, বিধায়ক প্রদীপ বার্মা, চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল, উপ-পুরপ্রধান সৈকত চ্যাটার্জি। এছাড়া হাজির ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের ক্লাবের সহ সচিব রূপক সাহা, ফুটবল সচিব সৈকত গাঙ্গুলী, কার্যকরি কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার, রজত গুহ, সঞ্জীব আচার্য্য, সুমন দাশগুপ্ত, ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবল অধিনায়ক অ্যালভিটো ডি কুনহা, রহিম নবি, অনূর্ধ্ব ১৭ দলের ফুটবলার প্রজ্জ্বল সাহা, আশিষ রায়, দেবোজিত রায় সহ অগণিত লাল-হলুদ সমর্থকরা। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি শহর রঙিন হয়ে উঠেছিল লাল-হলুদ পতাকায়। ৮ থেকে ৮০ স্কুল পড়ুয়া থেকে চাকুরি জীবি, জেলার সমস্ত ক্রীড়া সংগঠন, সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রের পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে সবাই একত্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন একটি মনমুগ্ধকর শোভাযাত্রায়। ঢাক এর বাদ্য আর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের থিম সং এ মোহিত হয়ে উঠেছিল সমগ্র অঞ্চল।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

প্রবীর চিরকাল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের হৃদয়ে

সমাচার প্রতিবেদন : সাতের দশকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের স্বর্ণযুগের অন্যতম ফুটবলার প্রবীর মজুমদার প্রয়াত হলেন। ২৮ ডিসেম্বর,২০২৩। ভোর ৩:৩০ মিনিটে সল্টলেকে ইবি ব্লকে তাঁর নিজের বাড়িতে প্রয়াত হলেন লাল-হলুদের প্রাক্তন ডিফেন্ডার প্রবীর মজুমদার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। রেখে গেলেন স্ত্রী, একমাত্র পুত্র, পুত্র বধু ও নাতনিকে। ময়দানে তাঁর অভিষেক ১৯৬৯ সালে ইস্টার্ন রেলের জার্সি গায়ে। টানা তিন বার অর্থাৎ ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১, তিনি ছিলেন ইস্টার্ন রেল দলের অন্যতম ভরসা। রেল দলের জার্সি গায়ে কলকাতা লিগ, আইএফএ শিল্ডে খেলার পাশাপাশি সর্বভারতীয় রেল দলের হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ছিল তাঁর। তিন বছর ইস্টার্ন রেলের জার্সি গায়ে অসাধারণ ফুটবল খেলার সুবাদে কলকাতা ময়দানে তিন প্রধানের কর্তাদের নজরে পড়েন তিনি। কিন্তু ৭২-র মরশুমে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কোচের দায়িত্বে আসা প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাতেই লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন প্রবীর। প্রথম মরশুমে ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সে সুধীর কর্মকার, অশোক লাল ব্যানার্জীর পাশাপাশি তাঁর উপস্থিতি বিপক্ষ দলের ফুটবলারদের কাঁপুনি ধরিয়ে দিত। ১৯৭২ এবং ১৯৭৩, দু'বছর লাল-হলুদের ডিফেন্সের অন্যতম ভরসা ছিলেন তিনি। তাঁর আমলেই ৭২-র মরশুমে প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে ইস্টবেঙ্গল ত্রি-মুকুট খেতাব ঘরে তুলেছিল। এমনকি সেবার কলকাতা লিগে একটিও গোল হজম না করে অপরাজিতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লেসলি ক্লডিয়াস সরণিতে অবস্থিত ইস্টবেঙ্গল। শুধু কলকাতা লিগ নয়, সেবার ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আইএফএ শিল্ড, ডুরান্ড, রোভার্স কাপের পাশাপাশি বরদলুই ট্রফিতে। প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ইস্টবেঙ্গলের ত্রি-মুকুট জয়ে বড় ভূমিকা ছিল প্রবীরের। ৭৩-র মরশুমে ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয় কলকাতা লিগ, আইএফএ শিল্ড, রোভার্স কাপ এবং ডিসিএম ট্রফি। মাত্র দু'বছর লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেললেও ক্লাব কর্তাদের পাশাপাশি সমর্থকদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি। দুবছর ইস্টবেঙ্গলে খেলার পর তাঁকে ফের চাকরির জন্য ফিরে যেতে হয় ইস্টার্ন রেল দলের হয়ে খেলার জন্য। রেল দলের পাশাপাশি ৭৩-এর মরশুমে তিনি সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। রেল, বাংলার হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে খেলার পাশাপাশি ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে খেলার কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর। ৭৪-র মরশুমে তেহরানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমস টুর্নামেন্টে ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পর ময়দানের বেশ কয়েকটি ছোট ক্লাবের পাশাপাশি ৮১-র মরশুমে শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের কোচের দায়িত্ব সামলেছেন প্রবীর। প্রথমে তিনি খেলা শুরু করেছিলেন লেফট হাফ পজিশনে। কোচ প্রদীপ ব্যানার্জী তাঁকে লেফট হাফ থেকে লেফট ব্যাক পজিশনে খেলানোর সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৭৩-র মরশুমে ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক স্বপন সেনগুপ্ত বলেন, দুবছর আমরা একসঙ্গে খেলেছি লাল-হলুদ জার্সি গায়ে। খুব বড় মাপের ফুটবলার ছিলেন। একটা কথা বলতে পারি খুব স্কিলফুল ডিফেন্ডার ছিলেন। প্রবীরকে টপকে গোল করা নামী স্ট্রাইকারদের কাছে খুব কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল। মাত্র দুবছর ইস্টবেঙ্গল খেললেও, দুরন্ত পারফরম্যান্সের জন্য প্রবীর মজুমদার চিরকাল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন লাল-হলুদ সমর্থকদের হৃদয়ে।

With
Best
Compliments
from

শ্রদ্ধার্ঘ্য

ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেটার দীপঙ্কর

সমাচার প্রতিবেদন : ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩ প্রয়াত হয়েছেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন ডানহাতি স্পিনার (লেগব্রেক এবং অফ ব্রেক) দীপঙ্কর সরকার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। বাংলা এবং রেলওয়েজের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। বোলিংয়ের পাশাপাশি কার্যকরী ব্যাটসম্যান হিসেবেও বেশ পরিচিত ছিলেন দীপঙ্কর। ১৯৬৪-৬৫-র মরশুমে মাত্র ১৪ বছর বয়সে বাংলা স্কুল দলের হয়ে কোচবিহার ট্রফিতে তাঁর অভিষেক হয়। কোচবিহার ট্রফির জোনাল টুর্নামেন্টে তিনি পূর্বাঞ্চলের হয়ে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে চার উইকেট সংগ্রহ করেন। এরপর মহিন্দার অমরনাথের অধিনায়কত্বে ভারতীয় স্কুল দলের হয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৮ রানের বিনিময়ে ৩টি উইকেট সংগ্রহ করেন। ২৯টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে দীপঙ্কর সরকারের সংগ্রহ ৯৪টি উইকেট। ভারতীয় দলের হয়ে না খেললেও বোর্ড সভাপতি একাদশ এবং অবশিষ্ট ভারতীয় দলের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ষাটের

দশকে মাঝামাঝি থেকে সাতের দশকের শুরুতে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে নির্ভরতা দিয়েছেন। কলকাতা ময়দানে ইস্টবেঙ্গল এবং কালীঘাট ক্লাবে খেলেছেন। তাঁর সম্পর্কে প্রাক্তন রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলের অধিনায়ক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দীপঙ্করদা খুব উঁচুমানের লেগ স্পিন বোলার ছিলেন। আবার মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে বেশ জোরের সাথে অফ স্পিন বল করতো। ওর বোলিংয়ের সামনে অনেক বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যান অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি শোকস্তব্ধ। ঘুমের দেশে উনি শান্তিতে ঘুমোন সেটাই আমার প্রার্থনা ভগবানের কাছে। দীপঙ্কর সরকারের প্রয়াণে কলকাতা ময়দানের পাশাপাশি শোকাহত ইস্টবেঙ্গল। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। তাঁর সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানানো হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে।

With Best Compliments from—

SHIBANI SWEETS

B. T. Road, Thakur Corner
Sodepur

East Bengal

A name
that is dedicated
to a lost
motherland.

And people
who are really winners
- continuing to swear
by a game that is
in their blood.

Shyam Sundar Co.
Jewellers

Cheering
for East Bengal Club
Since 1960

Resource India

SERUM™

One of the largest Path. Lab in India

ক্লাইভ লয়েডকে সংবর্ধনা ইস্টবেঙ্গলের

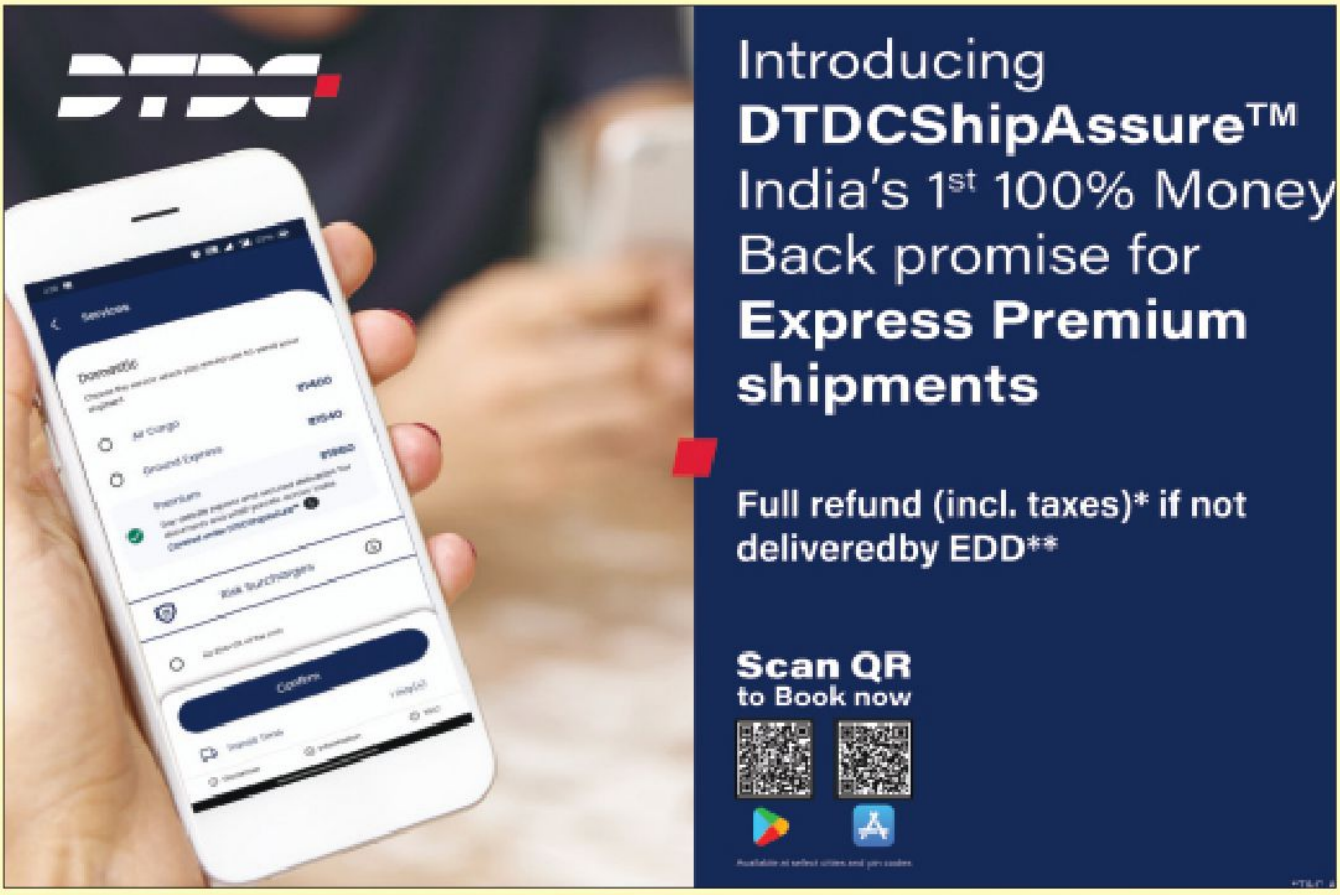

সম্পাদক : ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদকমণ্ডলী : রাজীব গুহ, পারিজাত মৈত্র ও অরূপ পাল

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে **মানিক দাসগুপ্ত** কর্তৃক প্রকাশিত এবং **কম্পেড** ওয়ার্কস দ্বারা মুদ্রিত।

ইস্টবেঙ্গল সমাচার নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে

ফোন : ০৩৩-২২৪৮৪৬৪২। e-mail:www.eastbengalclub.com